দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... ২৭ MAY ২০০৪ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতি জাতীয় রাজনীতিরই ছায়া

বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত বৃটিশ তরুণদের অভিমত

বিশেষ সংবাদদাতা : বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত তরুণ বৃটিশরা বলেছেন, বিদেশে বাংলাদেশের ইমেজ বাড়াতে হলে এখানকার ছাত্র রাজনীতির ধরন পাল্টাতে হবে। বাংলাদেশের বর্তমান ছাত্র রাজনীতি জাতীয় রাজনীতিরই ছায়া। দেশের রাজনৈতিক দলগুলো এই ছাত্রদের ব্যবহার করে থাকে। এই রাজনীতি ছাত্রদের কোন কাজেই আসে না। তবে তারা বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার বিষয়ে প্রতিনিধি দলটি বেশ ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছে। তারা বলেন, সম্প্রতি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের সিলেবাসে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হচ্ছে। এটি অত্যন্ত ভালো দিক। এছাড়া বাংলাদেশের আর্থিক উন্নয়ন সম্পর্কে বলেন, বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে হলে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা হবে নিরবিচ্ছিন্ন। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন করা

পৃঃ ৫ কঃ ৩

বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রয়োজন বলে মনে করেন তারা। বাংলাদেশে সফরকারী বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত তরুণ বৃটিশ প্রতিনিধি দল গতকাল (বৃহস্পতিবার) এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন।

ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল পাঁচ দিনব্যাপী বাংলাদেশ সফর করে। সফর শেষে গতকাল তারা এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন। এই প্রতিনিধি দলে টিভি উপস্থাপক, ফুটবলার, শিল্প উদ্যোক্তা, সাংবাদিকসহ বৃটেনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত কয়েকজন ছিলেন। দলটি ঢাকা ও সিলেটের বিভিন্ন স্থানে সফর করে। বাংলাদেশের সঙ্গে বৃটেনের বাংলাদেশী কমিউনিটির মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নই এই সফরের উদ্দেশ্য বলে জানিয়েছে ঢাকায় বৃটিশ হাইকমিশনার। সংবাদ সম্মেলনে তারা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বিষয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।

প্রতিনিধি দলে থাকা বিবিসির উপস্থাপিকা তাসনিম লুসিয়া খান বলেন, বাংলাদেশের বর্তমান ছাত্র রাজনীতি জাতীয় রাজনীতিরই ছায়া। দেশের রাজনৈতিক দলগুলো এই ছাত্রদের ব্যবহার করে থাকে। এই রাজনীতি ছাত্রদের কোন কাজেই আসে না। বৃটেনের তরুণ শিল্প উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম আব্দুল কাইয়ুম জোনাল খাঁটি বলেন, এখানে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আনতে হলে এয়ার ফ্রেইট সার্ভিসসহ সব ধরনের লজিস্টিক সুবিধা বাড়াতে হবে। তিনি বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের ইংরেজী ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে জোর দেন। তিনি বলেন, ইংরেজি ভাষা ভালোভাবে শেখার জন্য বর্তমান যে পদ্ধতি এখানে চর্চা হয় তা পরিবর্তন করতে হবে।

বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার বিষয়ে প্রতিনিধি দলটি বেশ ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছে। প্রতিনিধি দলটিতে থাকা বৃটেনের একজন শিক্ষাবিদ বিলাল হোসেন বলেন, ঢাকায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে এবং সিলেটে একটি মাদ্রাসা পরিদর্শন করে মাদ্রাসার ব্যাপারে আমাদের মনোভাব পরিবর্তন হয়েছে। তিনি বলেন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন আমাদের জানিয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের সিলেবাসে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হচ্ছে। এটি অত্যন্ত ভালো দিক। সঠিক তথ্যের অভাবে ইসলাম ধর্মের অনেক অপব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। তিনি মিডিয়ার মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের বক্তব্য তুলে ধরার পরামর্শ দেন। সংবাদ সম্মেলনে বৃটিশ ক্রিড়া সংগঠক মেজবাহ আহমেদ এবং প্রকাশক ও লেখক রাবিনা খান বক্তব্য রাখেন।